HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০১ আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
টপিক ০২: আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত
টপিক ০৩: জনসেবা
টপিক ০৪: আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন
টপিক ০৫: জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা
টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

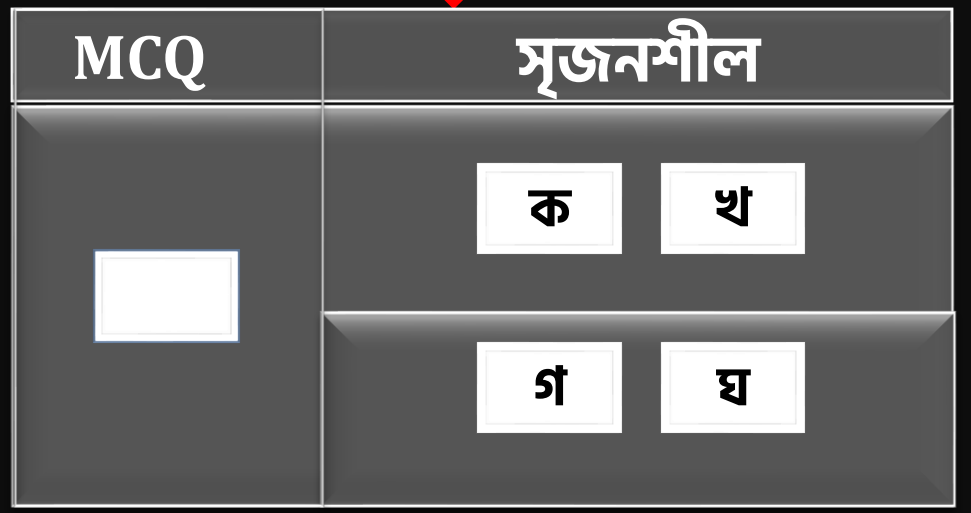

আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

'আমলা' আরবি শব্দ। এর অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন। শব্দগতভাবে তাই যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে 'আমলা' বলে। আমলাদের সংগঠনকে বলে 'আমলাতন্ত্র'।

আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Bureaucracy, ফরাসি 'ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রিক 'ক্রেটিন' (Kratein) শব্দ থেকে 'ব্যুরোক্রেসি' (Bureaucracy) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। 'ব্যুরো' শব্দের অর্থ লেখার টেবিল (Desk) এবং 'ক্রেটিন' শব্দের অর্থ শাসন। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে "Desk Government" বা 'দপ্তর সরকার'। আক্ষরিক অর্থে 'আমলাতন্ত্র' বলতে আমলা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাসন বোঝায়। আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। আমলারা সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং রাজনীতি-নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন। আমলাতন্ত্রের আধুনিক আলোচনার অগ্রনায়ক প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার। তিনি সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রকে একটি 'আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত মডেল (Legal and rational model) হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনিই ছিলেন 'আদর্শ আমলাতন্ত্রের' (Ideal Bureaucracy) উদ্ভাবক।

আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

পল এইচ. অ্যাপলবি (Poul. H. Appelby) বলেন, "আমলাতন্ত্র অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ও জটিল শর্তে সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পর একত্রিত হওয়াকে বোঝায়" (Bureaucracy is inseparable from the phenomenon of systematic interaction of many persons associated in common and complex terms.) ।

অধ্যাপক ফাইনার (Prof. Finer) বলেন, "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি" (The civil service is a body of officials-permanent, paid and skilled.) ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অগ (Ogg) বলেন, "রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ বা আমলা হচ্ছেন সুদক্ষ, পেশাদারি, অরাজনৈতিক, স্থায়ী এবং অধীনস্থ কর্মকর্তা" (The body of the civil servants is an expert, professional, non-political, permanent and subordinate staff.) ।

আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১. দক্ষতা: আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাগণ হলেন দক্ষ। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। কেবল ব্যক্তির দক্ষতা নয়, সংগঠনের দক্ষতাও আমলাতন্ত্রে সর্বোচ্চ মাত্রায় লক্ষ করা যায়। আমলাতন্ত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র: আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। কর্মকর্তা কর্মচারিগণ নিয়মিত কাজ বা কর্তব্য হিসেবে এগুলো করে থাকেন।

৩. পদসোপানভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পদসোপানভিত্তিক (Hierarchical)। পদ সোপান নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন পদের মধ্যে কর্তৃত্বগত সম্পর্ক থাকে।

৪. পেশাদারি ও বেতনভুক্ত: আমলা বা বেসামরিক সরকারি কর্মচারিগণ পেশাদারি ও বেতনভোগী। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতাদি পান।

আমলাতন্ত্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

৫. নিরপেক্ষতা: আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন। আমলারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ঘৃণা ও আবেগকে পরিহার করে নিয়মসিদ্ধভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক কর্মচারীই তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রশাসনিক জীবন থেকে পৃথক রাখেন।

৬. নিয়োগ ও পদোন্নতি: আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে নিয়াগ প্রদান করা হয় মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা এবং কৃতিত্ব বা সাফল্য এই দুই মানদণ্ডেই তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

৭. আনুষ্ঠানিকতা: আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকতার ওপর, অনমনীয় বিধি ও কার্যপদ্ধতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু করা হয়। সমস্ত কাজই হয় রুটিনমাফিক।

৮. স্থায়িত্ব: আমলাদের চাকরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা চাকরিতে বহাল থাকেন। সরকার পরিবর্তন ঘটলেও তাঁরা থেকেই যান। শুধুমাত্র দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁরা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০২ আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

টপিক ০২: আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

আমলাদের নিয়োগ (Appointment): সাধারণত সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা আমলাদের নিয়োগ বিধি নির্ধারণ করা হয়। আমলাদের নিয়োগপদ্ধতি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। স্বজনপ্রীতি যেন না ঘটে সেজন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে আমলাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এজন্য এক বা একাধিক নিরপেক্ষ 'কর্মকমিশন' (Public Service Commission) গঠন করা হয়।

আমলাদের প্রশিক্ষণ (Training): কর্মে নিযুক্তি লাভের পর আমলাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা হয়। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত করে তোলা হয় এবং নিজ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে অবহিত করা হয়। প্রশাসনিক বিধি-বিধান সম্পর্কে এ সময়ে তাদেরকে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা হয়।

আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

আমলাদের চাকরির শর্তাবলি (Conditions of Service): সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ (Parliament) আইনের দ্বারা আমলাদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এরূপ বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে আমলা বা প্রশাসক পদে নিয়োগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিজরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়, নির্দিষ্ট বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। সংবিধান নির্দিষ্ট বা কর্মকমিশন নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনত করা যাবে না। চুক্তির মাধ্যমে কোনো কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে থাকলে চুক্তির অবসানের সাথে সাথে তার কর্মের অবসান ঘটবে।

আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

Functions of Bureaucracy

আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাদের কাজের পরিধি নিম্নরূপ:

১. আইন কার্যকর করা: আমলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে সরকারের প্রাত্যহিক রুটিনমাফিক কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ আমলারাই আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

২. আইন প্রণয়নে সাহায্য দান: বর্তমানে আইনসভায় উপস্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়, অর্থ-ব্যাংক-বিমা সম্পর্কিত বিষয়ে খসড়া বিল প্রশাসনিক বিভাগই তৈরি করে থাকে। তবে এগুলো আইনসভায় উপস্থাপন করতে হয় এবং সেখানে তা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

৩. সরকারি নীতি নির্ধারণে সাহায্য দান: সাধারণত বলা হয় যে, আমলাদের কাজ সরকারি নীতি বাস্তবায়ন, নীতি নির্ধারণ নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকগণ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমলাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। কেননা আমলারা এসব বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী।

আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত

৪.বিচার সংক্রান্ত কাজ ট্রেড মার্ক, জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমলারাই আইন মোতাবেক অনেক বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। আমলারাই এ সব বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন।

৫.দৈনিক কার্যাবলি সম্পাদন: আমলারা বিধি মোতাবেক রুটিনমাফিক প্রশাসনিক কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকেন।

৬. সরকারের নিকট জনগণের দাবি-দাওয়া জ্ঞাপন: আমলারা সরকারের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরে থাকেন।

৭. তথ্য পরিবেশন: আমলাতন্ত্র আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান প্রদান করে থাকে। আমলাদের পরিবেশিত তথ্যাদিই সরকার দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে থাকে।

৮. পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা আমলাতন্ত্র পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

সুতরাং আমলাতন্ত্র আধুনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উপসর্গ। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০৩ জনসেবা

টপিক ০৩: জনসেবা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনসেবা

অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। জনসেবা মানুষের এক মহৎ গুণ, এক মহৎ হৃদয়বৃত্তি। মহৎ হৃদয় মানুষই কেবল জনসেবা করতে পারে। জনসেবা করতে চাইলে উদার মনের মানুষ, বড় হৃদয়বান মানুষ হতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে, সমাজে লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, 'মানুষ স্বভাবই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু নয়তো দেবতা।' সমাজে বসবাস করতে গিয়ে পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কেউ চলতে পারে না। মানুষ তাই বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ায়, সহমর্মিতা দেখায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই মানবসেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধর্মীয় গুরু, নবি-পয়গম্বর, মহামানবগণ জনসেবার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।'

জনসেবা

জনসেবা করতে চাইলে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। কোনো প্রতিদানের আশায় নয়, অপরের দুঃখকষ্টে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা, অপরের জন্য নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করার মন নিয়েই জনসেবা করতে হয়।

অর্থহীনকে অর্থ দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়ে, অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সেবা করা যায়। রাজনীতিবিদরা জনকল্যাণে কাজ করে, আমলা প্রশাসকরা নিজেদেরকে জনগণের সেবক ভেবে কাজ করলে সেটাও জনসেবা।

মোটকথা জনসেবার সময় প্রত্যেককে ভাবতে হবে যে,

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০৪ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

টপিক ০৪: আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা জনকৃত্যক (সিভিল সার্ভেন্ট) ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সাধারণত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকগণ। এসব নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন আমলারা। এমনকি নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমলারা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রশাসকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। রাজনৈতিক প্রশাসক বা মন্ত্রীদের সময়ের অভাব বা কর্মব্যস্ততা, তাঁদের টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আমলাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই চলেছে। আমলা বা বেসামরিক কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক প্রশাসকদের বা মন্ত্রীদের মতো জনপ্রতিনিধি নন। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক। আমলাগণ তাদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাপন পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত সংহতি সব কিছুই সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন। অনুন্নত বিশ্বে আমলাগণ নিজেদেরকে 'জনগণের সেবক' না ভেবে 'জনগণের প্রভু' মনে করেন। এর জন্য অবশ্য অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনই দায়ী। জবাবদিহিতার অভাবের জন্য আমলারা স্বেচ্ছাচারীও হয়ে ওঠেন। ফলে তারা দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পায়। 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে' (Red Tapism) জনসেবা ও জনকল্যাণ বাধাগ্রস্ত হয়। জনগণ হয়রানির শিকার হয়। প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। জবাবদিহিতার অভাব এবং অস্বচ্ছতার অভাবে আমলারা শুধু দুর্নীতিপরায়ণই হয়ে ওঠে না তারা হয়ে পড়ে স্বৈরাচারী। ফলে যা' সৃষ্টি হয় তাকে 'অপশাসন' (Bad governance) বলা যায়।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি সরকার অর্থাৎ শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়, যদি প্রশাসন স্বচ্ছ হয়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হয়, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে তাহলে দুর্নীতির বিস্তার ঘটতে পারে না। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

জবাবদিহিতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সরকার পরিচালনা এবং প্রশাসন পরিচালনায় জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মন্ত্রিসভা ও শাসন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা আমলারা জনপ্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করবে। শুধু তাই নয় আমলারা তাদের উর্ধ্বতন আমলা-প্রশাসকদের নিকটও জবাবদিহি করবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০৫ জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

টপিক ০৫: জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। জনসেব কিংবা নাগরিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমলাদের উদাসীনতাকে অনেকেই শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি। তারা বর। আমলাদের এরূপ আচরণকে 'অমানবিক' বলেও অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক রবসন তাঁর The Civil Service in Britair and France গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আমলারা সর্বদাই নিজেদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। নিজেদের পদ সম্পর্কেও তারা অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা এবং ভাবানুভূতির প্রতি তারা উদাসীন, বিভাগীয় সিদ্ধান্তের অনমনীয় কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতা, পূর্ব নজির ব্যবস্থা বা আঙ্গিকের অনমনীয় কর্তৃত্বে তারা আবদ্ধ, পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে তারা কতটুকু নিকৃষ্টভাবে কাজ করে বা কতটুকু অন্যায় করে সে ব্যাপারে তারা ভ্রূক্ষেপহীন, তারা বিধিবিধান ও আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাধিগ্রস্ত।'

অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক (formal) হতে গিয়ে, ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে আমলারা অনেকক্ষেত্রে অমানবিক ও যন্ত্রে পরিণত হন। তারা জনগণকে এমনকি অন্য পেশার মানুষদের অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। অনেকের সাথেই তারা নিয়ম-কানুনের দোহাই দিয়ে হয়রানি করেন। এগুলো আমলাদের অবিবেকী কার্যকলাপ এবং এজন্য তারা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন।

জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

বাংলাদেশে আমলাদের আচরণ আরো মারাত্মক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলে আমলারা যেভাবে নিজেদেরকে 'জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু' মনে করতেন, বাংলাদেশের আমলাদের মানসিকতা আজও অনেকটা তেমনি রয়েছে। নিজেদেরকে আজও তারা 'স্বর্গে-সৃষ্ট এক কর্ম ব্যবস্থা' (a heaven born service) বলে মনে করেন এবং আত্মতুষ্টি লাভকরেন।

তবে পাকিস্তান আমলের শেষদিকে বাঙালি আমলাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জাতির পিতা বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্য বাঙালি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রায় সকলেই সহযোগিতা প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেক আমলা প্রশাসক এতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণে বহুসংখ্যক বাঙালি সামরিক-আধাসামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে জীবন হারাতে হয়েছিল।

জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেষ্টা করেছিলেন এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে, যেটি হবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে উপযোগী এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয় তাঁকে। ফলে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে প্রশাসন গড়ে তোলার তাঁর স্বপ্নসাধ ছিল তা' বাস্তবায়িত হয়নি। বরং তাঁর মৃত্যুর পর সামরিক-বেসামরিক আমলাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতে থাকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন আমলের মতো করে। এর সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে দলীয়করণ, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি। জবাবদিহিতার অভাব, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাব প্রভৃতি কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র হয়ে ওঠেছে আরো বেপরোয়া।

জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

তবে আমলাদের মধ্যে এখনো দেশপ্রেম হারিয়ে যায়নি। আমলাদের অনেকেই নিজেদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চান, দুর্নীতির নির্মূল চান। তারা চান জনগণের সেবা করতে, সুখে-দুঃখে জনগণের পাশে দাঁড়াতে। বিগত দিনগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-সিডর-আইল্যা-মহাসেনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের রক্ষায় বাংলাদেশের আমলারা দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে, আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, দেশে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলে আরো দক্ষতার সাথে, নিবেদিত হয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আমলারা তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Mobocracy খ. Bureaucracy

গ. Bureaucraty ঘ. Bureaucrat

২। 'আমলা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে? [য. বো. ২০১৭]

ক. আরবী খ. ফার্সী গ. গ্রীক ঘ. ল্যাটিন

৩। Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?[কু. বো. ২০১৯]

ক. ইংরেজি খ. জার্মান গ. ফরাসি ঘ. ল্যাটিন

৪।উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কী?[য. বো. ২০১৫]

ক. Desk Government খ. Table Government

গ. Chair Government ঘ. Permanent Government

৫। 'আদর্শ আমলাতন্ত্রের' উদ্ভাবক বা জনক কে?য. বো. ২০১৯; চ. বো. ২০১৭, ২০১৬; সি. বো, ২০১৫]

ক. পল এইচ অ্যাপলবি খ. অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার

গ. ফিল্মার ও প্রেসথাস, ঘ. ম্যাক্স ওয়েবার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।ম্যাক্স ওয়েবার কোল্টির জনক?[অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]

ক. গণতন্ত্র খ. সমাজতন্ত্র গ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ঘ. আমলাতন্ত্র

৭।আমলাতন্ত্রের জনক কে?[সি. বো. ২০১৯; দি. বো. ২০১৯; ব. বো. ২০১৭]

ক. এরিস্টটল খ. ম্যাকিয়াভেলী গ. ম্যাক্স ওয়েবার ঘ. কার্ল মার্কস

৮।"আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি"-সংজ্ঞাটি কার?[কু. বো. ২০১৯)

ক. অ্যাপলার খ. ফাইনার গ. অগ ঘ. ফিফনার

৯।কোন্ নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়?

ক. দলীয় নীতি খ. পদসোপান নীতি গ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘ. রাষ্ট্রীয় নীতি

১০।আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে নিয়োগ প্রদান করা হয় কীসের ভিত্তিতে?

ক. স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে খ. দৈহিক শক্তির ভিত্তিতে

গ. দলীয়করণের ভিত্তিতে ঘ. মেধার ভিত্তিতে

১১। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে থেকেই যান?

ক. আমলা প্রশাসকগণ খ. রাজনীতিবিদগণ

গ. মন্ত্রীগণ ঘ. আইনসভার হুইপগণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২।আমলাদের নিয়োগবিধি নির্ধারণ করা হয় কীসের দ্বারা?

ক. চুক্তির দ্বারা
খ. আলাপ আলোচনার দ্বারা
গ. সংসদ আইনের দ্বারা
ঘ. ভোটের দ্বারা

১৩।সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কী বলে?

ক. চাকরিজীবী
খ. আমলা
গ. শাসক
ঘ. কর্মকর্তা

১৪। আমলাদের কাজ কী?

ক. নীতিনির্ধারণ
খ. নীতি বাস্তবায়ন
গ. আইন প্রণয়ন
ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনা

১৫। আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন কারা?

ক. আইনজীবিগণ
খ. আমলা প্রশাসকগণ
গ. মন্ত্রীগণ
ঘ. জনগণ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

টপিক – ০৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রাকীব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাস করে। সে বি.সি.এস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করতে চায়। সে মনে করে প্রশাসক হলে অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশি জনসেবা করা যায়। সোহাগ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এস.এস. ডিগ্রি অর্জন করেছে। সে রাকীবকে বলে যে, প্রশাসকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব করে জনগণকে হয়রানি করে। রাকীব মনে করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা থাকলে অবশ্যই জনসেবা নিশ্চিত করা যায়।[রা. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. দেশপ্রেম কী?

খ. জনসেবা বলতে কী বোঝায়?

গ. রাকীব ও সোহাগের কথোপকথন কোন্ সংগঠনের ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

ঘ. উদ্দীপকে সোহাগের উক্তির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

জনাব সিরাজুল ইসলাম একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মেধা ও যোগ্যতাবলে তিনি পদোন্নতি পেয়েছেন। একবার নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ নিয়োগ পরীক্ষায় তাঁর ছোট ভাই অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় জনাব সিরাজুল ইসলামের ছোট ভাই চাকরি পান নি। চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকে তাঁকে উৎকোচ দিতে চাইলে তিনি তা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান করেন। তিনি উক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ লোকদের নিয়োগদান করেন।[কু. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. দেশপ্রেম বলতে কি বুঝ?

খ. সরকারের বিভাগসমূহের আলাদাভাবে কাজ করা সম্পর্কিত নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে জনাব সিরাজুল ইসলামের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় জনাব সিরাজুল ইসলামের কর্মকাণ্ড কতটুকু কার্যকর? বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. 'ক' ও মি. 'খ' উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মকর্তা। মি. 'ক' বিশ্বাস করেন উচ্চপদস্থ হলেও তিনি সাংবিধানিকভাবে জনগণের সেবক। তার উচিত রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু মি. 'খ' নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন।[য. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. আমলাতন্ত্রের জনক কে?

খ. 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' বলতে কী বোঝায়?

গ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সুশাসনের জন্য অন্তরায়।"-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর মানসিকতা ও আচরণ উন্নত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU